গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.mohpw.gov.bd.

গৃহীত
গণপূর্ত পেকু সার্কেল, ঢাকা।
নং ৬৭২৬ তাং ৮-১০-১৭

নং- ২৫.০১৫.০০১.০২.০১.০০৭.২০১২-১১৮২(৬)

তারিখঃ ১৭ আশ্বিন ১৪২৪
০৪ অক্টোবর ২০১৭

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০.০৮.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের ৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২০১৭/১১১ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এ সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০৭ফর্দ।

০৪/১০/১৭
জুবাইদা নাসরীন
উপসচিব
দুরালাপনী-৯৫১২২৩১

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে) :

১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরিকালচার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা।

আমন্ত্রণ ও সংবর্ধনা উপ-কমিটিতে ০১ জন প্রতিনিধি মনোনয়ন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):

১। সচিবের একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

XEN (PECU)
অবগতি।
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
০৮/১০/১৭

অপর পৃষ্ঠা-০১ দ্রষ্টব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অতিঃ সচিব (প্রঃ) উন্নয়ন ১/অডিট/মঃ সেল
যুগ্ম-সচিব প্রশাঃ-২/উন্নয়ন-২
আইন উপদেষ্টা
প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
চেয়ারম্যান, রাজউক/এনএইচএ
পরিচালক, আবাসন পরিদপ্তর
সচিবের একান্ত সচিব
নং তাং

নথি নম্বর: ২৬১৯ তারিখঃ

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০-০৮-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	ঃ	১০-০৮-২০১৭, সকাল ১০-৩০ টা
সভার স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। ১৯৭১-এ তারই আহবানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধে সীমাহীন ত্যাগ এবং অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে মহান বিজয় অর্জন করেন। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন দেশের জনগনকেও স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন। উন্নত দেশ গড়ার ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সভাপতি আরো বলেন যে, একটি উন্নত জাতি হিসেবে মহান বিজয় দিবস, ২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় আরো সুন্দর, সুষ্ঠু, জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে এ আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

২.০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্বক জানান, আগস্ট মাস শোকবহ মাস। এ মাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের এই আত্মত্যাগের [illegible]থা স্মরণ করেন এবং সভায় সময়মত উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো জানান যে, প্রতি বছর মহান বিজয় [illegible]বিস সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। বিগত বছরসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে দিবসটি আরো আকর্ষণীয় ও সা[illegible]রে উদ্‌যাপনের জন্য এ সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পর [illegible]ন করা হবে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের নিমিত্ত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং [illegible] সহযোগিতা কামনা করেন।

৩.০ অতঃপর সভাপতির অনুমতি[illegible] মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ২০১৭ সালের জন্য মহান বিজয় দিবসের খসড়া জাতীয় কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করে[illegible]ড়া কর্মসূচির বিষয়ে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিগণ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাঁদের মূল্যবান [illegible]ত ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় ঃ

৪.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

৪.০১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচির ০১ ক্রমিকে বর্ণিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এর বিষয়ে বঙ্গভবনের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী প্রণয়ন ও প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকণ্ঠে উচ্চারিত বাণী ভিডিওতে ধারণ করে বাংলাদেশের সকল মিশনসমূহে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান ;

৪.০২ জাতীয় কর্মসূচির ০২ ক্রমিকে বর্ণিত সাধারণ ছুটির বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, দিবসটিকে ইতোমধ্যে সাধারণ ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ঐদিন সাধারণ ছুটি থাকলেও সকল (সরকারি/বেসরকারি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতির উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া সভাপতি ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির এ দিনে সকল সককারি কর্মচারিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহবান জানান ;

৪.০৩ জাতীয় কর্মসূচির ০৩ (ক) ক্রমিকে বর্ণিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এর বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো আমাদের সকলের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলনের বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পতাকার ব্যবহার, রং, মাপ ইত্যাদি বিষয় পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনে ব্যপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে সভার পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া পতাকা আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণসহ প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ও জননিরাপত্তা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

অপর পৃষ্ঠা-০১ দ্রষ্টব্য

৪.০৪ ৩(খ) ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বৃহদাকারের বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি সরকারি প্রচলিত পরিমাপ অনুযায়ী পতাকা তৈরী করে তা উত্তোলনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান ;

৪.০৫ ৩(গ) ক্রমিকে বর্ণিত আলোকসজ্জা কর্মসূচির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোকসজ্জার বিষয়টি আরো আকর্ষণীয় করার জন্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, কোন্ কোন্ সরকারি ভবনে আলোক সজ্জা করা হবে তা আগে থেকে নির্বাচন করতে হবে। সভাপতি আলোকসজ্জার বিষয়ে ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রদ্বয়সহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সম্মানিত মেয়রগণকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানান ;

৪.০৬ ৪(খ) ক্রমিকে বর্ণিত কর্মসূচির মধ্যে ঢাকায় প্রত্যুষে এবং দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনির বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন পুলিশ বিভাগের সহযোগিতায় জেলা/উপজেলায় এ কর্মসূচি পালন করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি জানান দিবসের তাৎপর্য্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাসময়ে তোপধ্বনি কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করা হবে। সভাপতি জানান মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। উক্ত সময়ের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। সভায় এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয় ;

৪.০৭ জাতীয় কর্মসূচির ৫, ৬, ৭ ক্রমিকে বর্ণিত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, রাষ্ট্রাচারের বাইরে অনেকেই আমন্ত্রপত্রসহ স্মৃতিসৌধে/অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করে এবং সম্মানিত/জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত স্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। সম্মানিত সকল রাষ্ট্রীয়/বিদেশী ব্যক্তিবর্গের মাঝে এ ধরনের উপস্থিতি এবং অপরিপক্ক আচরণ সামগ্রিকভাবে স্মৃতিসৌধে মহান বিজয় দিবসের ভাবগম্ভীর পরিবেশকে ব্যাহত করে যা দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সভাপতি আগামি বিজয় দিবসের সকল অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি আরও জানান, পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও অনেক অতিথি অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বক্ষণে স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করেন। এতে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় দিবসগুলো ব্যতীত অন্যান্য দিনে স্মৃতিসৌধের সম্মুখের সীমানা প্রাচির ঘেষে বিভিন্ন ছাপড়া দোকান বসে। বাসষ্টান্ড হিসেবে স্থানটি ব্যবহৃত হয়। ফলে সেখানে প্রতিনিয়ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সভাপতি জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখে এ সকল অবৈধ ছাপড়া দোকান অপসারণসহ রাস্তার দু'পাশে অন্যান্য অবৈধ দোকান উচ্ছেদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। এছাড়া, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান রেখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

৪.০৮ জাতীয় কর্মসূচির ৮ (ক) ক্রমিকে বর্ণিত তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান গত বছর জুম্মার নামাজের জন্য ১০.৩০ টার পরিবর্তে ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবছর মহান বিজয় দিবস শনিবারে হওয়ায় কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের সময়সূচি ১০.৩০ টায় নির্ধারণ করার বিষয়ে একাধিক সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন। বিমান বাহিনীর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ফ্লাইপাস্টের সময় কুয়াশা বা ভিজিবিলিটির সমস্যা হতে পারে বিধায় ১০.০০ টার পরিবর্তে ১০.৩০ টায় অনুষ্ঠান আরম্ভ করা যৌক্তিক হবে। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে সময়সূচি চূড়ান্ত করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন ;

৪.০৯ জাতীয় কর্মসূচির ৮ (খ) ক্রমিকে বর্ণিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের যান্ত্রিক বহর সুশৃঙ্খলভাবে প্রদর্শনসহ যথাসময়ে অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের শুধু একটি করে যানবাহন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ৯পদাতিক ডিভিশন কর্তৃক বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে জনবল, যানবাহন, ধারাভাষ্যের স্ক্রিপ্ট, সিকিউরিটি পাস ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া, ধারাভাষ্য প্রদান কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যাতে কুচওয়াজ, যান্ত্রিক কলাম প্রদর্শনী যথাযথভাবে দেখে ধারাভাষ্য প্রদান করতে পারেন সেজন্য তাদের বসার স্থান সেভাবে প্রস্তুত করার উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ৯ পদাতিক ডিভিশনের প্রতিনিধি জানান আগামি ২৩-২৪ নভেম্বর ২০১৭ থেকে অনুশীলন শুরু হবে এবং ২৫-২৬ নভেম্বর তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। ব্যাংকিং বিভাগের প্রতিনিধি জানান এসবি পাস পেতে অনেক বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় এবং বিআরটিএ-এর ছাড়পত্র পেতে বিলম্ব হয় ফলে যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনীতে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সভাপতি জানান গত বছর যান্ত্রিক বহরের ধারাবিবরণীর সাথে যান্ত্রিক বহরের ধারাবাহিকতায় যথেষ্ঠ অসামঞ্জস্যতা ছিল। ধারাভাষ্যকার যাতে যান্ত্রিক কলাম দেখেই ধারাভাষ্য প্রদান করতে পারেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করার নিমিত্ত ধারাভাষ্য মঞ্চ যথাস্থানে স্থাপন করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন ;

অপর পৃষ্ঠা-০৩ দ্রষ্টব্য

৪.১০ কর্মসূচির ৯ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা সদরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, বিএনসিসি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কারারক্ষী, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ স্কাউট, রোভার স্কাউট, গার্লস গাইড এবং শিশু-কিশোর সংগঠন (যেখানে সম্ভব) কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান এর বিষয়ে সভায় নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানান ;

৪.১১ কর্মসূচির ১০ ক্রমিকে বর্ণিত বাদ্য পরিবেশনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সদরঘাট এবং ঢাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে অন্যান্য বছরের ন্যায় বাদ্য পরিবেশন করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয় ;

৪.১২ সভায় জাতীয় কর্মসূচির ১১ ক্রমিকে বর্ণিত চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা (নারায়ণগঞ্জ), বরিশাল ও চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপস্থিত সদস্যগণ বর্ণিত বন্দরের সাথে পায়রা বন্দর সংযুক্ত করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধি জানান, পাগলা (নারায়ণগঞ্জ) তে জাহাজসমূহ প্রদর্শনীতে জনসমাগম কম হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান প্রচারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জকে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা যেতে পারে ;

৪.১৩ সভায় জাতীয় কর্মসূচির ১২ (ক) ও (খ) নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ এর বিষয়ে সভাপতি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান। গত বারের মত এবারও ঢাকা সিটি তে মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদনের জন্য ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে কর্মসূচিটি একক বা যৌথভাবে বাস্তবায়নের আহবান জানান ;

৪.১৪ জাতীয় কর্মসূচির ১৩ ক্রমিকে বর্ণিত জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, T-20 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব) ফুটবল, কাবাডি ও হাডুডু খেলার আয়োজন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী বিভিন্ন খেলাধূলা আয়োজনের নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি প্রস্তুত করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। এছাড়া, মহিলাদের জন্য এ ধরণের পৃথক কর্মসূচি/কার্যক্রম গ্রহণের জন্যও সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান ;

৪.১৫ ১৪ ক্রমিকে বর্ণিত বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটি/বান্দরবান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গারো কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শাওতাল সম্প্রদায়, রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, রাখাইন সম্প্রদায়,কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমীসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে খাগড়াছড়িতেও এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার আহবান জানানো হয় ;

৪.১৬ ১৫(ক) ক্রমিকে বর্ণিত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম এর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান ;

৪.১৭ ১৫ (খ) ক্রমিকে বর্ণিত জাতীয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সভাপতি আহবান জানান। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত কর্মসূচিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতিতে তাঁদের ভাষায় বিবৃত রোমাঞ্চকর গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসমূহ শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট যথাযথ নির্দেশনা প্রেরণ করতে পারে। সভায় কর্মসূচিটি সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ;

৪.১৮ জাতীয় কর্মসূচির ১৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা ধারাবাহিকভাবে প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, এ বিষয়ে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি, যথাসময়ে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান ;

৪.১৯ ১৭ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভাকে অবহিত করেন ;

৪.২০ ১৮ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, প্রতিবছরের মত এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র ও বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করা হবে। প্রকাশিতব্য ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব এর বাণী প্রকাশের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়;

অপর পৃষ্ঠা-০৪ দ্রষ্টব্য

৪.২১ কর্মসূচির ১৯ ক্রমিকে বর্ণিত বিষয়ে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনার বিষয়ে সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, এ কার্যক্রমটি প্রতি বছরই গ্রহণ করা থাকে। এবছর সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান। সভায় দেশের সকল মসজিদের ইমামগণকে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয় ;

৪.২২ জাতীয় কর্মসূচির ২০ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করার বিষয়ে আলোচনাকালে কারা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাসময়ে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ কর্মসূচিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন ;

৪.২৩ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জাতীয় কর্মসূচির ২২(ক) ক্রমিকে বর্ণিত বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে জানান যে, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল মিশনেই মহান বিজয় দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়ে থাকে । অন্যান্যবারের মতো এবারও যথাযথ মর্যাদায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে ;

৪.২৪ জাতীয় কর্মসূচির ২২(খ) ক্রমিকে বর্ণিত বিদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এর বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বিদেশী দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনে সরবরাহের নিমিত্ত তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী ভিডিও তে ধারণের আহবান জানান ;

৪.২৫ জাতীয় কর্মসূচির ২৩ ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া রেল, স্টিমার, লঞ্চ, জাহাজ সজ্জিতকরণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে কয়েকজন সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন। সভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভিভিআইপিগণের পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে ঢাকা-সাভার যাতায়াত পথের সড়ক সংস্কার, মেরামত এবং সড়ক দ্বীপ/ডিভাইডার রং করার বিষয়ে পূর্ব হতেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া রাস্তার পাশের ঝোপ-জঙ্গল, আবর্জনা, পরিস্কার করার জন্য সাভার পৌরসভা মেয়রের সহযোগিতা কামনা করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় যান ও যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিচ্ছন্নতা কাজে সহযায়তা প্রদানের জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান ;

৪.২৬ জাতীয় কর্মসূচির ২৪ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রসংগে সভায় আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও দেশের সকল শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে ;

৪.২৭ জাতীয় কর্মসূচির ২৫ ক্রমিকে বর্ণিত জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ সভাকে অবহিত করেন যে, কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ;

৪.২৮ জাতীয় কর্মসূচির ২৬ ক্রমিকে বর্ণিত বিনা টিকিটে সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে। তিনি নভোথিয়েটারকে তালিকাভূক্ত করার আহবান জানান ;

৪.২৯ জাতীয় কর্মসূচির ২৭ ক্রমিকে বর্ণিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর ও উন্মুক্ত মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র/পোস্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয় ;

৪.৩০ জাতীয় কর্মসূচির ২৮ ক্রমিকে বর্ণিত স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে যথাসময়ে স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করা হবে। সভাপতি ডাক টিকিট অবমুক্তির সময়সূচির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ডাক বিভাগকে অনুরোধ জানান ;

৫.০ সভায় বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

৫.০১ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী যথাসময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী ভিডিওতে ধারণ করে বাংলাদেশের সকল মিশনসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাণীও সংযোজন করতে হবে। বাস্তবায়নে ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ;

৫.০২ মহান বিজয় দিবসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সরকারি/বেসরকারি) মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সকল সরকারি কর্মচারীকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ; বাস্তবায়নে ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

৫.১২ জাতীয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন সংক্রান্ত দু'টি কর্মসূচি একত্রিত করে জাতীয় পর্যায়ে/সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিতর্ক, আবৃত্তি, এবং রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচিটি উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতিতে তাঁদের কণ্ঠে উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ;

৫.১৩ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা ধারাবাহিকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয় ;

৫.১৪ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র ও বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকাশিতব্য ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব এর বাণী প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্রোড়পত্রের খসড়া প্রস্তুত করে তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে তা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয় ;

৫.১৫ বিমান বাহিনী জাদুঘর, নৌ-বাহিনী জাদুঘর ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর এবং বাংলাদেশ পুলিশ জাদুঘরসহ সকল সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ বিনা টিকিটে সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখতে হবে ;

৫.১৬ জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সকল মসজিদের ইমামগণকে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন;

৫.১৭ মহান বিজয় দিবস-২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ জাতীয় কর্মসূচি সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত করণের প্রস্তাব করা হয় ঃ

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	১৬-১২-২০১৭	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২।	১৬-১২-২০১৭	মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩।	১৬-১২-২০১৭ ১৫-১২-২০১৭ এবং ১৬-১২-২০১৭ (উভয় দিন) সন্ধ্যা থেকে রাত ০১টা পর্যন্ত	ক) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (সূর্যোদয়ের সাথে সাথে) খ) ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বৃহদাকারের বাংলাদেশের পতাকা টানানো গ) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা- সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা।	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ ভবনসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ ভবনের মালিক। বিঃদ্রঃ তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বিষয়সমূহ (বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/ টিভি চ্যানেলে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে)। খ) প্রশাসক,বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। গ) বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, বেসরকারি ভবনের মালিক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
৪।	১৬-১২-২০১৭	ক) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঢাকায় একত্রিশবার তোপধ্বনি। খ) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনি।	ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ খ) জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জেলা প্রশাসক(সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),বাংলাদেশ পুলিশ
৫।	১৬-১২-২০১৭ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৬।	১৬-১২-২০১৭ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠা-০৭ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭।	১৬-১২-২০১৭	(ক) সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ। (খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিক এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ	(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রশাসক,বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। (খ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
৮।	১৬-১২-২০১৭ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায়	(ক) তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সকাল ১০.৩০ টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিএনসিসি, বর্ডার গার্ড, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষীগণ কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ এবং বিমান বাহিনীর ফ্লাইপাষ্ট, উড়ন্ত হেলিকপ্টার হতে রজ্জু বেয়ে অবতরণ, প্যারাসুট জাম্প, চলন্ত যান্ত্রিক সামরিক কলামের সালাম, মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সালাম গ্রহণ ও কুচকাওয়াজ পরিদর্শন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার এবং বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেল সমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (প্যারেড স্কয়ারের দু'পাশে বড় পর্দায় দেখানোর ব্যবস্থাসহ) অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার। (খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগ/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/বাংলাদেশ টেলিভিশন/ বাংলাদেশ বেতার/ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ/বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেলসমূহ। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৯।	১৬-১২-২০১৭	দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা সদরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, বিএনসিসি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কারারক্ষী, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ স্কাউট, রোভার স্কাউট, গার্লস গাইড এবং শিশু-কিশোর সংগঠন (যেখানে সম্ভব) কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান।	জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ।
১০।	১৬-১২-২০১৭	জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সদরঘাট, ঢাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর বাদক দল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
১১।	১৬-১২-২০১৭	চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, (নারায়ণগঞ্জ), চাঁদপুর ও বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ,, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড।
১২।	১৬-১২-২০১৭	ক) জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক স্ব স্ব জেলায় ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) সকল সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা পরিষদ (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল), পৌরসভা (সকল) জেলা এবং উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (সকল)। খ) সকল সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, প্রশাসক জেলা/ উপজেলা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ(সংশ্লিষ্ট)।
১৩।	১৬-১২-২০১৭	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, T-20 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব) ফুটবল, কাবাডি ও হাডুডু খেলার আয়োজন।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

অপর পৃষ্ঠা-০৮ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৪।	১৬-১২-২০১৭	বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, গারো কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শাওতাল সম্প্রদায় রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, রাখাইন সম্প্রদায় কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমীসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্র বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, নজ ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, গারো কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শাওতাল সম্প্রদায় রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায় কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১৫।	১৬-১২-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০১৭	ক) সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার এবং মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম। খ) জাতীয় পর্যায়ে রচনা, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। খ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
১৬।	০১-১২-২০১৭ থেকে ৩১-১২-২০১৭	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার।	তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেল, ডিএফপি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।
১৭।	১৬-১২-২০১৭	ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হল সমূহে বিনা টিকিটে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং দেশের সর্বত্র মিলনায়তনে/ উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন।	তথ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জেলা তথ্য কর্মকর্তা (সকল), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।
১৮।	১৬-১২-২০১৭	সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
১৯।	১৬-১২-২০১৭	সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে আলোচনা এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদ/ আত্মদানকারী/ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/ প্রার্থনা।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২০।	১৬-১২-২০১৭	দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২১।	১৬-১২-২০১৭	বঙ্গভবনে অপরাহ্নে (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।
২২।	১৬-১২-২০১৭	ক) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহ ও মিশনে বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। খ) বিদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশন প্রধান (সকল)।
২৩।	১৬-১২-২০১৭	ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণ। বাস, রেল ও নৌযানসমূহ সজ্জিতকরণ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহা সড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২৪।	১৬-১২-২০১৭	দেশের সকল শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক (সকল), পুলিশ সুপার (সকল), সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃপক্ষ।

অপর পৃষ্ঠা-০৯ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২৫।	১৬-১২-২০১৭	জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, শিশু একাডেমী, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা পরিষদ (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২৬।	১৬-১২-২০১৭	সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বিজ্ঞান জাদুঘর,সামরিক জাদুঘর, বিমান বাহিনী জাদুঘর, নৌবাহিনী জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, পুলিশ জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর, অন্যান্য জাদুঘর কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
২৭।	১৬-১২-২০১৭	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতাস্তম্ভে/ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র/পোস্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
২৮।	১৬-১২-২০১৭	স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণ	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ।

৫.১৮ উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণার্থে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে ;

৫.১৯ আগামি ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ মহান বিজয় দিবসের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ৩টি কমিটি এবং ৪টি উপ-কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয় ঃ-

(ক) মহান বিজয় দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্টিয়ারিং কমিটি ঃ

১।	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২।	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩।	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪।	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫।	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬।	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭।	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৮।	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯।	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	-	স দস্য
১১।	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১২।	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৩।	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৪।	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	-	সদস্য
১৫।	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৬।	সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৭।	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৮।	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৯।	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২০।	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২১।	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
২২।	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	-	সদস্য
২৩.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
২৪।	মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর	-	সদস্য
২৫।	মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর	-	সদস্য
২৬।	মহা-পরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	-	সদস্য
২৭।	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি	-	সদস্য
২৮।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড	-	সদস্য
২৯।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	-	সদস্য
৩০।	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	-	সদস্য

অপর পৃষ্ঠা-১০ দ্রষ্টব্য

৩১।	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	-	সদস্য
৩২।	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	সদস্য
৩৩।	প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
৩৪।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	-	সদস্য
৩৫।	মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	-	সদস্য
৩৬।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৩৭।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৩৮।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৩৯।	প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪০।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪১।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪২।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪৩।	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪৪।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪৫।	মহা-পুলিশ পরিদর্শকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক পদ মর্যাদার)	-	সদস্য
৪৬।	সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর একজন করে উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪৭।	পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা	-	সদস্য
৪৮।	মহান বিজয় দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সকল কমিটি/উপ-কমিটির আহ্বায়ক	-	সদস্য
৪৯।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	-	সদস্য
৫০।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
৫১।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল	-	সদস্য
৫২।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি ঃ (১) কমিটি মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক তদারকি এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবে।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে যুগ্মসচিব পর্যায়ের নিম্নে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ না করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

(খ) মহান বিজয় দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে সশস্ত্র অভিবাদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ কমিটি ঃ

১।	জিওসি ৯ পদাতিক ডিভিশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সাভার, ঢাকা	-	আহবায়ক
২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা জোন	-	সদস্য
১৪।	মহা-পুলিশ পরিদর্শকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (বিশেষ শাখা)	-	সদস্য
১৫।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	-	সদস্য
১৬।	উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ	-	সদস্য
১৭।	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	-	সদস্য
১৮।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	-	সদস্য
১৯।	উপসচিব (প্রশাসন-১), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২০।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
২১।	প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরি কালচার, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা	-	সদস্য
২২।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা	-	সদস্য
২৩।	মেয়র, সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা	-	সদস্য
২৪।	পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা রেঞ্জ, ঢাকা	-	সদস্য
২৫।	কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সশস্ত্র অভিবাদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণের সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন। বিঃ দ্রঃ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-১১ দ্রষ্টব্য

(গ) মহান বিজয় দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

১।	জিওসি ৯ পদাতিক ডিভিশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সাভার, ঢাকা	-	আহবায়ক
২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	মহা-পুলিশ পরিদর্শকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫।	**অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর,** ঢাকা জোন	-	সদস্য
১৬।	যুগ্মসচিব (আইসিটি), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৭।	গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৮।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৯।	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২০।	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২১।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৩।	ডিপিডিসি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৪।	ডেসকো এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৫।	ডিজিএফআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৬।	এনএসআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৭।	বিএনসিসি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৮।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	-	সদস্য
২৯।	পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা	-	সদস্য
৩০।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	-	সদস্য
৩১।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
৩২।	**প্রধান বৃক্ষপরিচর্যাবিদ, আবহাওয়া কালচার, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা**	-	সদস্য
৩৩।	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩৪।	কমিটির আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধিঃ সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক তদারকি ও সমন্বয় সাধন।
বিঃ দ্রঃ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঘ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন, কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান বেতার ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা অনুষ্ঠান ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত উপ-কমিটি ঃ

১।	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	-	সদস্য
৭।	পিআইডি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	সিনিয়র তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯।	গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	বাংলাদেশ টেলিভিশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	বাংলাদেশ বেতার এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য

কমিটির কর্মপরিধি ঃ (ক) মহান বিজয় দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এবং প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
(খ) কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান বেতার ও টেলিভিশনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(গ) বেতার ও টেলিভিশনে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(ঘ) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(ঙ) কোন্ অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হবে তা তথ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।

অপর পৃষ্ঠা-১২ দ্রষ্টব্য

(ঙ) নিরাপত্তা, ট্রাফিক ও পুলিশের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উপ-কমিটি ঃ

১।	পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা	-	আহবায়ক
২।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	-	সদস্য
৪।	ডিআইজি, (ঢাকা রেঞ্জ) এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
৮।	উপ-পুলিশ কমিশনার (পশ্চিম), ডিএমপি, ঢাকা	-	সদস্য
৯।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০।	জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা	-	সদস্য
১১।	র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	ডিজিএফআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪।	এনএসআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৬।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি ঃ জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও পুলিশের কর্মবন্টনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ, তদারকি ও সমন্বয়।

(চ) যান্ত্রিক বহর প্রদর্শন প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত উপ-কমিটি ঃ

১।	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২।	আইন ও বিচার বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
৩।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
৪।	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
৫।	ইআরডি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি ঃ যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্বাচন ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ;
উপসচিব (বাজেট), মুক্তিযুদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় উপকমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে ;
বিঃদ্রঃ উপকমিটি প্রয়োজনে অন্য সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ছ) মহান বিজয় দিবস-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণ ও সংবর্ধনা উপ-কমিটি ঃ

১।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২।	উপসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৩।	উপসচিব (প্রশাসন-৩), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
৫।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
৬।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালকের নীচে নয়)	-	সদস্য
৭।	স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
৮।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
৯।	বিদ্যুৎ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য
১০।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)	-	সদস্য

অপর পৃষ্ঠা-১৩ দ্রষ্টব্য

[illegible]	[illegible] উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)-	সদস্য
[illegible]	[illegible] বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)-	সদস্য
১৫।	[illegible] মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)-	সদস্য
১৬।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)-	সদস্য
১৭।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়) -	সদস্য
১৮।	[illegible] ডিভিশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
১৯।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
২০।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ -	সদস্য
২১।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)-	সদস্য
২২।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)-	সদস্য
২৩।	ডিএমপির একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
২৪।	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
২৫।	[illegible] সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
২৬।	স্থাপত্য অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
২৭।	গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
২৮।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়) -	সদস্য
২৯।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নীচে নয়)-	সদস্য
৩০।	ডিজিএফআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
৩১।	এনএসআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
৩২।	বিএনসিসি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
৩৩।	বাংলাদেশ পুলিশ (বিশেষ শাখা) এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি -	সদস্য
৩৪।	উপ-সচিব (প্রশাসন-১), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় -	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ আমন্ত্রণপত্র বিতরণ ও আসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত তদারকি ও সমন্বয়।
বিঃ দ্রঃ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬.০ আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-২৪-০৮-২০১৭
আ. ক. ম মোজাম্মেল- হক, এমপি
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর- ৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২০১৭/১১১,

২৬ ভাদ্র. ১৪২৭
তারিখঃ----------
১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১-২। মন্ত্রিপরিষদ সচিব/মুখ্য সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৪। নৌ-বাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, নৌ-বাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা।
৫। বিমান বাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৬-১৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/অর্থ বিভাগ/শিল্প মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪-১৫। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা/প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৬। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব,মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠা-১৪ দ্রষ্টব্য